দৈনিক ইত্তেফাক

30

তারিখ 12 1 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

৭৫ হাজার গ্রামে ৫০ হাজারের কম প্রাথমিক বিদ্যালয়

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গত বৃহস্পতিবার ইন্সটিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স-এর উদ্যোগে "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা : বাস্তবতা ও করণীয়" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত

(১২শ পৃঃ দ্রঃ)

৭৫ হাজার গ্রামে

(৩য় পৃঃ পর)

হয়। আইডিই-এর সভাপতি রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর কবীর চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বি আই ডি এস-এর রিসার্চ ফেলো ডঃ মাহমুদুল আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অজয় কুমার রায়, আই ডি ই'এর সাধারণ সম্পাদক এ কে, এম এ হামিদ প্রমুখ সেমিনারে বক্তৃতা করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এম, এম, কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শরীফ হোসেন।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, বাংলাদেশের বহু এলাকায় চাহিদা মোতাবেক প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। সারাদেশে গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৭৫ হাজার। অথচ সরকার সমর্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা এখনও ৫০ হাজারের কম। বহু বাধা অতিক্রম করিয়া সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাহারা আসে তাহারা প্রকৃত পরিচর্যা পায় না। কারণ প্রতি বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা গড়ে ৩ জনেরও কম। একজন শিক্ষককে গড়ে ৬৭ জন, অধিকাংশ ক্লাসে ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মোকাবিলা করিতে হয়। ইতিপূর্বে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির কাজে লাগানো হয় নাই। মূল প্রবন্ধে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি গ্রামে অথবা দু'ইশত পরিবারের জন্য কমপক্ষে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক জনবল বৃদ্ধির পরিবর্তে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি প্রসারিত করাসহ বিভিন্ন সুপারিশ করা হইয়াছে।

সেমিনারে প্রধান অতিথি প্রফেসর কবীর চৌধুরী বলিয়াছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন চাহিলে অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি বেশী করিয়া গুরুত্ব দিতে হইবে। তিনি বলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় আসিয়াছে। আসুন সকলে মিলিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্রতী হই। তিনি বলেন আমাদের মত দরিদ্র দেশে সেনাবাহিনীর পিছনে এত ব্যয় করার কোন যুক্তি নাই। তিনি শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধির দাবী জানান। সেমিনারে যশোরের নওয়াপাড়ায় আইডিইবি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাফল্যের চিত্র তুলিয়া ধরা হয়।